অনলাইন ক্লাস: আমাদের স্মৃতি

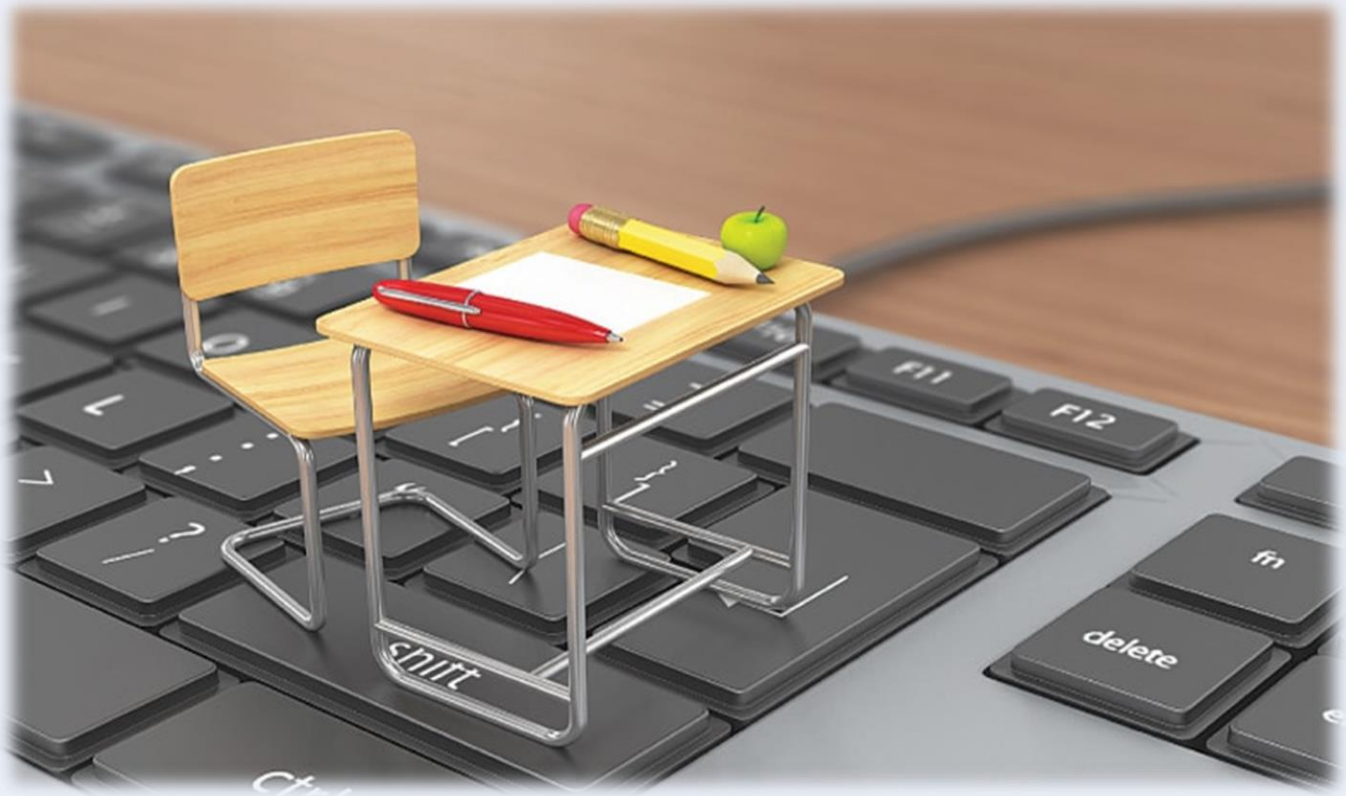

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়

বিজয় চাঁদ রোড, পূর্ব বর্ধমান

অনলাইন ক্লাস: আমার স্মৃতি: এক

লেখা: রাস্না মন্ডল (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ ,ষষ্ঠ সেমিস্টার, 21)

সোশ্যাল ডিসটেন্সিং, কোয়ারেন্টাইন, লকডাউন, অতিমারী, মহামারী শব্দগুলোর মতই অনলাইন ক্লাস এখন অতি সুপরিচিত শব্দ। এই অসুস্থ পৃথিবীটা যতদিন না সুস্থ হয়ে নিজের ছন্দে ফিরে আসছে, ততদিন পর্যন্ত এই অনলাইন ক্লাসে শিক্ষার্থীদের কাছে ভরসা, পরিস্থিতি অনুযায়ী একমাত্র বিকল্প হয়ে উঠেছে। অনস্বীকার্য অনলাইন ক্লাসে দৌলতে ঘরে বসে পড়াশোনা চলছে। অত্যধিক দূরত্বের কারণে যে কোর্সগুলো করা সম্ভব হচ্ছিল না সেগুলোও আজ স্বপ্ন পূরণের জন্য হাতছানি দিচ্ছে।

কলেজ জীবনের শেষ দেড় বছর অনলাইন ক্লাস করার সুযোগ হয় এবং সময়ের সাথে তার সুবিধা-অসুবিধা দুটোই বুঝতে পারি। অনলাইন ক্লাসের জন্য প্রথম যেই জিনিসটি লাগে সেটি হল একটি স্মার্টফোন এবং কম্পিউটার। ক্লাস করার জন্য স্মার্টফোনই যথেষ্ট নয়। শিক্ষকদের কাছে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার জন্য বা পিডিএফ জমা রাখার জন্য কম্পিউটার দরকার হয়। অনলাইন ক্লাসের মাধ্যমে আমরা কিছুটা হলেও লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস শেষ করতে পেরেছি এবং শিক্ষকরাও আপ্রাণ চেষ্টা করতেন নিয়মিত ক্লাস নেওয়ার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এটাই ল্যাব ক্লাস করতে পারিনি এবং সেই কারণেই মেনে নিতেই হয় কিছুটা হলেও আমরা পূর্ণ শিক্ষা লাভ করতে পারিনি।

ক্লাস করতে করতে মাঝে মধ্যে অনেক সমস্যা দেখা দিত যেমন, বিদ্যুৎ থাকতো না, ওয়াই-ফাই ঠিকমতো কাজ করতো না। এমনকি ইন্টারনেটের সমস্যার জন্য শিক্ষক বা ছাত্রীরা সময়মতো ক্লাসে জয়েন হতে পারত না, কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তর পাওয়া যেত না। আবার এমনও হয়েছে শিক্ষক যদি কোন হোমওয়ার্ক দিতেন তাহলে খুব কম ছাত্রী পারতো সময় মতো সেই কাজটি আপলোড করতে, বাকিরা পারতো না এবং পরবর্তীকালে শিক্ষকের কাছে তা মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হতো।

অনেক সময় দেখা গেছে, অনেক শিক্ষকও এই নতুন টেকনোলজি সম্পর্কে জানেন না। অনলাইন ক্লাসের আরো একটি উপকারিতা আছে, যেমন অসুস্থতার কারণে আমরা ক্যাম্পাসে উপস্থিত হতে পারিনা কিন্তু অনলাইন ক্লাসে সহজেই সেটা করে ফেলা যায়। এবং এই দেড় বছরে কলেজ জীবনে তা ভালোভাবেই আমি অনুভব করতে পেরেছি। বর্তমানে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছেই অনলাইন ক্লাস একটি নতুন অভিজ্ঞতা। তাই আমার কাছে এটি একটি সুন্দর স্মৃতি হয়ে থাকবে।

অনলাইন ক্লাস: আমার স্মৃতি: দুই

লেখা: সৌমি সাহা (পুষ্টিবিদ্যা বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার,21)

অনলাইন ক্লাস শব্দটির সাথে এখন সকলেই পরিচিত।
ছাত্রজীবনে এখনো অনলাইনেই সীমাবদ্ধ।।
অতিমারীর কারণে যখন বন্ধ হয়েছে সবকিছু ফুরিয়েছে সব আশা।
দিগন্তে আলো জ্বেলে তখন অনলাইন ক্লাসই ভরসা।।
কিছুটা হলেও ফিরে পাই সেই ক্লাস রুমের স্মৃতি।
ক্লাস হয় রোজ নিয়ম করে মানা হয় কিছু নীতি।।
সব ক্লাসের সময়সীমা এক ঘন্টাতেই বাঁধা।
নেটওয়ার্ক প্রবলেম ছাড়া এর নেই কোন অসুবিধা।।

দু হাজার কুড়ি সালের 14 ই মার্চ ছিল কলেজের ক্লাসরুমে আমাদের শেষ দিন। ভাবতেও পারিনি যে পরের দিন থেকে আর কলেজে আসা হবে না, এই ক্লাস রুমে বসে আর ক্লাস করা হবে না। কেননা 14 ই মার্চ বিকেল বেলায় হঠাৎ করেই একটি নোটিশ বের হয় যে করোনা অতিমারির কারণে আগামী 15 দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে। তখন কিন্তু আমরা সকলে বেশ খুশি হয়েছিলাম রোজকার জীবনের দৌড়ঝাঁপ থেকে কিছুটা বিরতি পাবার আশায়। কিন্তু প্রকৃতির রোষের মুখে পড়লে আমরা সকলেই অসহায়। অতিমারী পরিস্থিতি ক্রমশ খারাপ থেকে খারাপের দিকে এগোতে থাকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেল অনির্দিষ্টকালের জন্য। এমতাবস্থায় আমরা শিক্ষার্থীরা সকলেই যেন মুষড়ে পড়েছিলাম। সকলেরই মন মেজাজ খারাপ। আবার কবে নিজেদের ক্লাসরুমকে দেখতে পাব তা কেউ জানি না।

এমতাবস্থায় এক চমৎকারী জিনিস এর আবির্ভাব ঘটে যা হলো অনলাইন ক্লাস। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় অনলাইন ক্লাস একটি সমাদৃত, জনপ্রিয় পদ্ধতি। পূর্বে বিদেশে অনলাইন ক্লাস এর প্রচলন থাকলেও আমাদের দেশে তার সেভাবে কোনো অস্তিত্ব ছিলনা। আমাদের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শুরু হলো অনলাইন ক্লাস।

ক্লাস শুরুর প্রথম দিন আমরা সকল সহপাঠীরা ছিলাম ভীষণ খুশি, ছিলাম উৎসাহিত। কেননা বহুদিন পর আবার স্যর, ম্যামদের সাথে ক্লাস করতে পারব, কিছুটা হলেও সেই ক্লাসরুমে বসে ক্লাস করার গন্ধ আর আস্বাদ পাচ্ছিলাম। এই ভাবে দেখতে দেখতে দেড় বছর কেটে গেল। গত দেড় বছর ধরে আমরা এমন অনলাইনেই ক্লাস করে চলেছি। প্রথমদিকে ক্লাসে কিছু সমস্যা হলেও আমাদের স্যার, ম্যামরা সেই ভুলকে সংশোধন করে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাই এখন আর কোনো অসুবিধা হয় না। এখন আমরা সকলেই অনলাইন ক্লাসে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।
অনলাইন ক্লাস পুরোপুরি অফলাইন ক্লাস এর পরিপূরক না হলেও আমরা আমাদের প্রিয় স্যর, ম্যমদের কারণে সেই ক্লাস রুমের অভাব বুঝতে পারিনি। উনাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গত দেড় বছরে অনলাইন ক্লাসে আমাদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি হতে দেয়নি। উনারা আমাদের কখনও অনুভব করতে দেননি যে এটা অনলাইন ক্লাস। একেবারে আগের মত অর্থাৎ ক্লাসে বসে যেমন ক্লাস হতো ঠিক সেভাবেই উনারা আমাদের ক্লাস নেন। তার জন্য আমরা ওনাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ। এই দেড় বছরে অনলাইন ক্লাস কি তা জেনেছি। শিক্ষা ব্যবস্থার নতুন মাধ্যম সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি। অনলাইন ক্লাস সম্পর্কে এই চিরস্মরণীয় মুহূর্ত গুলো চিরটাকাল আমার মনের মণিকোঠায় স্মৃতির পাতায় লেখা হয়ে থাকবে।

অনলাইন ক্লাস: আমার স্মৃতি: তিন

লেখা: অনন্যা পাল (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,21)

বিশ্বব্যাপী করোণা মহামারীর গ্রাসে শিক্ষার্থীরা যেহেতু সরাসরি শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না, তাই এক্ষেত্রে অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ শিক্ষার্থীদের নির্ভরতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। আমার জীবনে অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ পন্থার প্রবেশ কলেজ জীবনে দ্বিতীয় বর্ষে চতুর্থ সেমিস্টার চলাকালীন করোনার ব্যাপক প্রকোপে যখন এপ্রিল, দুহাজারকুড়িতে কলেজ বন্ধ হয়ে যায় তখনই এই পদ্ধতির সাথে আমার পরিচয় ঘটে। শুরু হয় গুগুল ক্লাসরুম, গুগোল মিট এর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ। প্রথম দিকটায় বুঝতে এবং বিষয়টাকে রপ্ত করতে বেশ বেগ পেতে হলেও পরবর্তীতে তথা বর্তমানে বিষয়টি জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে উঠেছে। একজন জুওলজির স্টুডেন্ট হিসেবে প্রাক্টিক্যাল বিষয়টি আমাদের সাবজেক্ট এর জন্য ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এই লকডাউন পরিস্থিতিতে অনলাইন মাধ্যমে তা সফলভাবে করে ওঠা খুবই অসুবিধাজনক। কিন্তু, এই পরিস্থিতিতে আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রতিটি শিক্ষক যেভাবে আমাদের পাশে থেকেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। রবিবারের দিনটিকেও এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় ভীষণভাবে ইউটিলাইজ করা হয়েছে। অনলাইন ক্লাস, ডেইলি অ্যাসাইনমেন্ট এই লকডাউন এর একাকীত্ব ঘোচাতে সাহায্য করেছে। বাড়িতে থাকলেও আমাদের ক্লাস অনলাইন মাধ্যমে পুরোদমে চলছে।

যদিও উল্লেখ না করলেই নয়, সবাই যে ক্লাসে বুঝতে পেরেছি তেমনটা নয়। ইন্টারনেটের প্রবলেমে, কানেকশনের জন্য অনেক সময় ক্লাস চলাকালীন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে সব সময় পাশে পেয়েছি আমার শিক্ষকদের। যখনই কোনো অসুবিধা নিয়ে প্রশ্ন করেছি তখনই পেয়েছি তার সঠিক জবাব। সত্যিই আমার শিক্ষকদের কোন বিরক্তি নেই, তা প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছি এবং এই উপলব্ধির এই পদ্ধতিটাকে আপন করে নিতে আমায় প্রভূত সাহায্য করেছে।

চতুর্থ সেমিস্টার দিয়ে শুরু করে একে একে পঞ্চম, ষষ্ঠ করে আমার গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট হলো এই অনলাইন মাধ্যমেই। তবে দিনের শেষে, এই অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থায় আমি ভীষণই খুশি হয়তো এরকম শিক্ষকদের সান্নিধ্য পেয়েছি বলেই তা সম্ভব হয়েছে। যেখানে অন্য কলেজের সিলেবাস শেষ হয়নি সেখানে আমাদের শিক্ষকরা সিলেবাস শেষে প্রতিদিন এক্সাম নিয়ে বিষয়গুলো ভালভাবে রপ্ত করতে সাহায্য করেছেন। আরোও আনন্দের কারন, এই অনলাইন শিক্ষা পদ্ধতি রপ্ত করে শুধু গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট নয়, আমি হতে পেরেছি ডিপার্টমেন্ট টপার 2018-21। কিন্তু ভীষণভাবে মিস করেছি বন্ধুদের, ওদের সাথে আনন্দ করে কাটানো দিনগুলো, ক্লাসে বসে স্যারদের থেকে সামনাসামনি শিক্ষা গ্রহণ। সর্বোপরি কলেজ ল্যাবরেটরি, এক্সকারশনে বন্ধু ও শিক্ষকদের সাথে বেড়াতে যাওয়া এবং কলেজর লাইব্রেরী রুমটাকেও। তবে মনের মধ্যে শিক্ষকদের বলে এই কথাটা সব সময় ছিল যে,

"অনলাইন ক্লাস: বিরোধী নয় বরং পরিপূরক...
চলো সকলে আগাই... কাজে লাগাই..,
এই লকডাউনেও কিছু করে দেখাই।"

কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আমাকে পুনরায় এই দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। কলেজ থেকে না-বলা হলে হয়তো এই স্মৃতিগুলো কাগজের পাতায় ঠাঁই পেত না।

অনলাইন ক্লাস: আমার স্মৃতি:চার

লেখা: সুরভী ঘোষ (প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার,20)

অনলাইন অর্থাৎ শুধুমাত্র লাইন বা সংযোগকে অন বা চালু রেখে কোন কাজ করা। অনলাইন ক্লাস এর জন্য দরকার একটু আরো কিছু ব্যবস্থা তথা প্লাটফর্ম বা সিস্টেম। দূর থেকে খুব সহজে এই সুযোগ নেওয়া যায়, সাথে বৃদ্ধি করা যায় মগজাস্ত্রে ধার।

আজকের বিষয় নাকি ‘অনলাইন ক্লাস’। আমার এই লেখাটিও অনলাইন মাধ্যমে প্রকাশিত হবে। চারিদিকে শুধু সভ্যতার ছোঁয়া, আমরা ক্রমশ প্রাকৃত চিন্তাভাবনা থেকে সভ্য তথা ডিজিটাল হচ্ছি। খুব কম সময়ে, দূরত্ব ব্যবধানে, চোখের নিমেষেই কত বড় বড় কাজের সমাপ্তি ঘটছে। আর সাথে আমারা হচ্ছি ঘরকুনো, বিলাসপ্রবণ, যোগাযোগহীন, চোখের সমস্যা গুলো দিচ্ছে পিঠে গুঁতো।

‘সময় আর জোয়ার ‘ যে অপেক্ষা করে না সেটা ভালোই বুঝতে শিখেছি; সাথে ‘বনের পাখি, খাঁচার পাখি’ র একই দশাও যে হতে পারে তা কল্পনাতীত। আমি এখন স্নাতকোত্তরের ছাত্রী, কিন্তু কি অসহায় আমি। এখনো কোন সহপাঠীর সাথে আলাপও করতে পারলাম না। আবার শিক্ষকদের সান্নিধ্যে থেকেও বঞ্চিত হলাম। তাদের চোখে কোনদিন দেখতে পাবো কিনা সেইটাই এক বিশাল বড় প্রশ্ন।

আমার ভাষায় “কোথায় গেল হায় সে মাঠের ধুলো, তারা যে আর ওড়ে না। কোথায় গেল সেই চায়ের আড্ডা, তারা যে আছে হিমঘরে। কোথায় গেল সেই ঘন্টাঘর, তারা যে আর বাজে না। বন্দী হয়ে মনুয়া পাখি আর কদিন থাকবে অপেক্ষায়।“

কয়েনের যেমন দুই দিক, সব কিছুরই নাকি দুইদিক- ভালো ও খারাপ। অনলাইন ক্লাসের ভালোর পাশে আছে অনেক বেশি খারাপ গুলো। ছোট্ট শিশুরা এখন আর জানেনা খেলার মাঠ, আর চেনে না পাশের বাড়ির ছেলেটাকে, আর মাখে না ধুলো কাদা। চিনলে ও চেনে শুধুই ঐ ‘অনলাইন মুখবই’ এ।

সম্পাদনা: **আমার স্মৃতি** প্রকাশনার পক্ষ হতে ড: অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা মহাবিদ্যালয়, পূর্ব বর্ধমান (সর্ব স্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ: **12ই সেপ্টেম্বর, 2021**